তারারা অন্য আকাশে

তারাঝরা অনাথ আকাশে

পিয়াস মজিদ

TURNING THE PAGE
FOR 15 YEARS

KOBI PROKASHANI

তারাঝরা অনাথ আকাশে

পিয়াস মজিদ

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রকাশক

সজল আহমেদ

কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট

২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ

সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস

মোবারক হোসেন

মুদ্রণ

কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক

অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য ২০০ টাকা

Tarajhora Anath Akashe by Pias Majid Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 200 Taka RS: 200 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN 978-984-2250-00-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন

www.kobibd.com or www.kanamachhi.com

অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১

www.rokomari.com/kobipublisher

অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

সুকান্ত হৃদয়
শামসুদ্দিন শিপন

অনুজ দুই কবিকে

টানাগদ্য এক খটখটে যাত্রা কোথাও
গন্তব্য রসাতল কিংবা সার্বভৌম অনভিমুখ
বিষণ্ন বৈশাখের বাস শেষে
আমাদের দিকে কোন নরকের ফুল
সুবাস তাক করে আছে!

তারাঝরা অনাথ আকাশে
আমার জন্মের সুর নাকি শোনা যাবে

একটা কবিতা লিখি, তারপর মুছে ফেলি। কবিতা আমাদের প্রকাশ করে না লুকায়? এই ভাবনার মাঝামাঝি কোথাও ত্রিশঙ্কু হয়ে কবিতাটা পোস্ট করেও ডিলিট দেই। ওই কবিতা, ঘাটের মড়া, ঘাটে মর। ছুটির সকালেও শান্তি নাই। পাশের হাইরাইজ আরও হাই হবে বলে ভোর থেকে শব্দ করছে আর আমি আরও সেঁধিয়ে যেতে চাচ্ছি নিঃশব্দ নিচু ঘুমের দেশে। ভালো, ভালোই তো। তবু এত ভালো নিয়ে কী করব আমি! বাস্তবে সব জট খুলতে চাইলেও শিল্পে কি আমরা কুয়াশার অপেক্ষায় থাকি? আবার কেন কবিতা আসে মাথায়! শব্দের মহড়ায় নষ্ট করতে চাই না আমার নির্জন নিশ্বাসের ঘরবাড়ি। মিনহাজ আর প্রভার সঙ্গে আলাপটা ফাইনাল করতে হবে, লক্ষ্ণৌ যেতে হবে। রাজরাস্তা পেরিয়ে কোনো গলিপথে বসে থাকব। পৃথিবীতে লোহার লিঙ্গে বাড়তে থাকবে লৌহকঠিন বংশধারা। আর আমরা লক্ষ্ণৌয়ের কোনো একটা রোয়াকে বসে বিষাক্ত নৈমিত্তিক কানকে প্রস্তুত করব অজ্ঞাত সুরের ছিটা সহ্য করার জন্য। পিয়া তোরা ক্যায়সা অভিমান...হয়তো অচেনা ফুলের সুবাসের মতো অজানা সুরের কাকলি আমাদের কানকে বলবে, একটা চেনা গান তখনই সুন্দর হয় যখন তা অচেনা সুরের কবলে পড়ে।

পিয়াস মজিদ
মার্চ ১১, ২০২৩

ক বি তা ক্র ম

চন্দ্রা ১১
হায় চাঁদ ১২
তান ১৩
কান্তা ১৪
প্রচ্ছন্ন, আচ্ছন্ন ১৫
তুষার ১৬
ধোপাখালি ১৭
দরবেশ ১৮
এখনও ১৯
অনিমিখ ২০
আসছে ২১
এক একটা শুক্রবার ২২
হুমায়ুন রোড ২৩
অদূর ২৪
আরিফ ২৫
নোট ২৬
ভার ২৭
কাজী আবদুল বাসেত ২৮
দ্য এন্ড অব নভেম্বর ২৯
৩০ এমন হয়
৩১ ফেরা
৩২ ফাল্গুন
৩৩ শেষরাতে রচিত
৩৪ নির্মেঘ
৩৫ কয়েদ কলোনি
৩৬ অনন্তর
৩৭ বিষাক্ত, আসক্ত
৩৮ মিনিমাল
৩৯ অমোঘ
৪০ কথা ছিল
৪১ নক্ষত্রগঞ্জ
৪২ অলীক
৪৩ জারি আছে
৪৪ অতঃপর শব্দায়ন
৪৫ রাহু
৪৬ ছাড়া ছাড়া
৪৭ নাশক
৪৮ ক্রিমসন

চন্দ্রা

এক জায়গায় যাওয়ার কথা আসে মাথায়। পা দুটো নিয়ে যায় অন্য জায়গায়। কোথাও পয়দা নিচ্ছে মানুষের বাচ্চা। কোথাও খুন হয়ে যাচ্ছে মকিং বার্ডটা। নভেম্বর রেইনের রোম্যান্সে চুবা-চুবা হওয়ার আগেই অক্টোবরের বৃষ্টিবাদলা ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে দিনের শুকনা সব প্ল্যানপ্রোগ্রাম। পেনিস তো পাখি; কয়েকটা ডানা। তার ব্যবহৃত একটা ডানার পাশে বসে উড়বার বাসনা নিয়ে কাঁদে আর একটা অনন্তকুমার-ডানা। ঢাকায় মুস্তাকিমে ভাজা হচ্ছে কাবাব, বৈরুতে-গাজায় একের পর এক ফুটছে বোমারু ইসরাইল। তেহরানের মেঘ ফেটে দখল নিচ্ছে কিয়ারোস্তামির কবরের ঘাস। হোসেনপুরে আব্বার মাটির ঘরও কাদার বাগান। কবিতার প্রকরণ উলটাপালটা হয়ে যাচ্ছে, যাক। কবিতা অনেকবার কবিতা হলো, এবার সে কবিতা না হওয়ার স্বাদ পাক

হায় চাঁদ

কোথায় উঠলাম, ভুল বাসে নাকি? ঠিক হলেই কোথায় আর যাব, কোন অপরূপ অগস্ত্য তোমার গন্তব্যের সিন্দুকে আছে! যা দেখছ চোখের সামনে, তার বাইরে আরও বহু বেলেল্লায় এই পৃথিবীর চাকা চলমান। তুমি গেঁথে থাকো কিংবা গেঁথে যাও। প্রাণ তো পেরেক। একটা নদ, একটা রাস্তা আর একটা বাগানে বিধৌত বিকেল নিয়ে আসতে পারে আর একটা বনে। পাখিদের বন্দিশে মনে হয় এখানে সালিম আলি থাকেন। থাকুন তিনি তাঁর মতো। আমি শূন্য কুটিরের দুঃসহ স্মৃতির শাহেনশাহি দেখি। পেছনে পুকুর। সামনে তিনটা কবর। মা-বাবা-বোনের অস্তমিত আভায় সকল সূর্যের উদয় ছেয়ে থাকলে একটা ছেলের কী করার থাকে? কখনো চাঁদের দিকে তাকানোর চোখ ফুরিয়ে এলে অন্ধকার এমনই গন্ধরাজ

তান

আকাশের এঁটোকাঁটায় এহেন জিগসপাজল দুনিয়া। ভাসার হলে ভেসে যাক সব সরলরেখার শয়তান। আমাদের কথার পুকুর হেজেমজে গেলে গানের ঘাটলায় বসে দেখা যেতে পারে পানির সুরেলা রং; নিরঙ্কুশ নষ্টের প্রতিভায় ভরা বর্ষায় মন্থর মল্লার। নিখাদ-ধৈবতের ধাপ পার হয়ে সুরের কোন কেল্লায় এত বড়ো অসুরের বধ! মশার সারগামে রাবীন্দ্রিক ভদ্রমহিলার মতো মেঘ আরও বেশি মিউজিকে মৌ মৌ। তবু এখনো ঢাকায় বৃষ্টি হলে জগতের এত এত নাচ ছেড়ে তোমার খোঁপায় রাজস্থানি ময়ূরের মৃত্যুর মহড়া চলে

কান্তা

মাংস কেনার দরদামে তামাম বিগতের তারানা ঝরে পড়ে। বিবাহস্বাক্ষরের সময় বিধবা হতে থাকা পৃথিবীর যত প্রেম, বাকিটা নর্তকীর বমিতে ছাওয়া নন্দন, চরাচর। হেই মধ্যরাত, হে পরাক্রান্ত বুবস, নিদ্রাত্যক্ত পুলক নিয়ে সমস্ত আসন্ন দখলে রেখেছে ভোরের ভাতার, খালিপেটে ইসপগুল। ভূতালো ঝিকমিক কোথায় কোথায় ব্যাহত করল চোখের অভিলাষ? পায়ের দিকে যদিও পা, কদম কদম বাড়ায়ে যা! নিজেরে নিজের ভেতর প্রায় চার দশক পরাস্ত করতে করতে এতদিনে বুঝে আসছে তোমার প্রবেশতোরণে যত কুয়াশা; সারা শীতকালে তত শীত পড়ে না ঢাকায়

প্রচ্ছন্ন, আচ্ছন্ন

অস্তমিত অঘ্রানে যা যা আল্ট্রাভায়োলেট, নাশতার আগে না পরে গোসল, গিজারের মেহনত সব ধুয়েমুছে, বেদখল রাস্তায় রূপকথার ধুলা ছুঁয়ে অল দোজ আফটারনুন, কাফকার লাশে আগরবাতি জ্বেলে, লেবুর রসে মন চুবিয়ে, বিকালের বোঁটা-চোষা বদমাশ দাঁত, লংমার্চ করতে করতে হে আমার ঘৃণিতা তোমার গাউনের আশপাশে ঘাঁটি গেড়ে, কুয়াশার কেল্লাফতে, রতিরাষ্ট্র করে দেওয়া অযৌন আত্মার শীঘ্রপতন রোধ করার বেলা বয়ে যাওয়ার আগে আগে, প্রায় চল্লিশটি ডিসেম্বরের মৃতদেহ মাড়িয়ে, এখনও আমার ভাঙচুর অটুট আছে, ভাঙা ভাঙা আমারই ভিত্তিভগ্নস্তূপে

তুষার

ভাইবন্ধুর মৃত্যু হলে তার শেষযাত্রার খাটিয়া ছুঁয়ে এসে নিজের ঘুমানোর খাটকেও আর বিশ্বাস হতে চায় না। লাশবাহী ফ্রিজিং গাড়ি থেকে ছুটে আসা স্মৃতির হাওয়া গরম বাড়িয়ে দিতে থাকে; হাঁসফাঁস করতে করতে কোনো এক মেঘলা মরুভূমির দেখা হয়তো মেলে। সেখানে বাচ্চা উটের কান্না জমে পথঘাট দুর্গম। ঝড়বাদলের ঝনৎকারে গানের গতর ভেঙে গেছে। তবু তোমার বিক্ষত তারানার তীরে আমি খুঁজতে বেরুলাম অকালগত ভাইবন্ধুরে। নাশতার টেবিল ছেড়ে সে কেন মজে গেল মাটির মধুতে! পৃথিবীতে এত বৃষ্টি আছে নাকি, যত আছে বন্ধুহারা আমাদের চোখের পানিতে